দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 22 MAY 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বেসরকারী ৫৩টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন নাকচ

চলমান সবকটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ

শাহজাহান তুভ ॥ আরো ৫৩ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন নাকচ করে দিয়েছে সরকার। অপরদিকে বর্তমানে চলমান ৫১টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী ৫ বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসে গমন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ৫ কোটি টাকার এফডিআর সংরক্ষণসহ বিভিন্ন বিধি অমান্যের দায়ে এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ করা হচ্ছে। গত রোববার বিকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কমিটির এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোমতাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা শহরে আর কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি না দেয়ার সিদ্ধান্ত

পৃঃ ২ক ১৪

বেসরকারী ৫৩টি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, নতুন করে সর্বমোট ৫৬টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন জমা পড়ে মন্ত্রণালয়ে। এর মধ্যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে কমিটি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে (ইউজিসি) এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে সরকারের কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় তিনটি হল বাগেরহাটের মাজেদা খাতুন বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের জালালাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুরের আরডিআরএস (রংপুর-দিনাজপুর রুরাল ডেভেলপমেন্ট) বিশ্ববিদ্যালয়। যা একটি এনজিও বলে জানা গেছে। ইউজিসি সূত্র জানায়, এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাগেরহাটের মাজেদা খাতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে তদন্ত হয়েছে এবং অনুমোদনের ব্যাপারে ইউজিসি ইতিবাচক রিপোর্ট পেয়েছে। বাকি দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিগগিরই তদন্ত প্রতিনিধি দল প্রেরণ করবে বলে ইউজিসি সূত্র জানায়। আগামী ৩১ মের মধ্যে এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

সূত্র আরো জানায়, আবেদনকৃতদের মধ্যে অধিকাংশই ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন করা হয়েছে। যেহেতু সরকার ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় আর কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদনের ব্যাপারে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই অধিকাংশ আবেদনপত্র বাদ পড়ে। চটকদার নামে নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয় ভুইফোঁড়, সার্টিফিকেট বিক্রির দোকান যেন না হয় এজন্য সরকার নতুনভাবে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের ব্যাপারে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করছে বলে সূত্র জানায়। এছাড়া আবেদনকৃতদের মধ্যে স্পেশালাইজড বিষয়ে আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যায়ের নাম জমা পড়েছে। যেমন হামদর্দ আয়ুর্বেদিক বিশ্ববিদ্যালয়। বেশকিছু কৃষি ও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ও আবেদন করেছে বলে জানা যায়। এগুলোর ব্যাপারে কমিটির পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আবেদনপত্রে কোন ভুলত্রুটি বা শর্ত পূরণ হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। আগামী জুনের প্রথম সপ্তাহে এ সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা যায়। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. তারেক শামসুর রেহমান বলেন, এমনিতেই বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক চলছে। তাই নতুন করে কোন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে আমাদের গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে হচ্ছে।

এদিকে পাঁচ বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে সরকারের ফান্ডে পাঁচ কোটি টাকার এফডিআর সংরক্ষণসহ বিভিন্ন আইন অমান্যের দায়ে ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ করা হয়েছে। গত রোববারের সভায় গুরুত্বসহকারে বিষয়টি আলোচনায় আসে। দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের প্রায় দেড় যুগ অতিক্রম করলেও এখনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব ক্যাম্পাস গড়ে ওঠেনি। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই সাইন বোর্ডসর্বস্ব। এছাড়া একই ভবনে দুই বা তারও অধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। যেগুলোকে কোনভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ধরা যায় না। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে এফডিআর বাবদ সরকারের ফান্ডে পাঁচ কোটি টাকা জমা দেয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই তা দেয়নি। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় জমা দিয়ে চুপিসারে ওই টাকা তুলে নিয়েছে বলে জানা গেছে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কোন স্থায়ী নিয়োগ নাই। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা অন্য বিষয়ের অযোগ্য শিক্ষক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চালানো হচ্ছে। অন্যতম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নর্দার্ন ইউনিভার্সিটিতে দর্শনের শিক্ষক দিয়ে 'এডভান্স করপোরেট ফাইনান্স' পড়ানো হয় বলে জানা গেছে। তিনি হলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর আলী আহমেদ মল্লিক। বাণিজ্য অনুষদের সবচেয়ে জটিল বিষয় হল ফাইনান্স। আর এডভান্স করপোরেট ফাইনান্স হল ফাইনান্সের সর্বোচ্চ স্তর। এছাড়া দুই-তিনটি ক্লাসেই তিনি কোর্স শেষ করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে আলী আহমেদ মল্লিক জানান, তিনি ফাইনান্সের উপর ডিপ্লোমা ডিগ্রী নিয়েছেন। এছাড়া বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার ও অন্যান্য পদের কাজের মধ্যে কোন সমন্বয় নেই।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, সরকার এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে ইউজিসি'র কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে। সে অনুযায়ী ইউজিসি দু'একদিনের মধ্যে ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ নোটিশ দেবে। শোকজ নোটিশ অনুযায়ী এ ব্যাপারে সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করা হবে বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম এ ব্যাপারে ইনকিলাবকে বলেন, মঞ্জুরী কমিশন উচ্চশিক্ষা পুরো কাঠামোকে স্বচ্ছ করতে কাজ করছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতির প্রত্যাশা পূরণ করার উপযোগী করতে হবে।